



131590 - আল্লাহকে অসন্তুষ্ট না করে কীভাবে সম্পদ কাজে লাগাবে এবং লাভ করবে?

প্রশ্ন

এক ব্যক্তিকে আল্লাহ অনেক ধন-সম্পদ দিয়েছেন। সে এ সম্পদে কীভাবে ব্যয় করবে? এটাকে কীভাবে কাজে লাগাবে? কীভাবে এই সম্পদ সংরক্ষণ করবে এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট না করে এতে লাভ করবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

সম্পদ তখন নিয়ামত হয় যখন তা আল্লাহর সন্তুষ্টিতে নিয়োজিত করা হয় এবং আল্লাহর আনুগত্যে পথে সহায়ক হয়। আর তখন শাস্তরি কারণ হয় যখন এটাকে খারাপ কাজে ব্যবহার হয়, এটি মালিকিকে অহংকারী ও উদ্ধত করে তোলে কিংবা তাকে আল্লাহর আনুগত্য ও যিকিরি থেকে বন্ধিত করে।

তাই সম্পদে ফতিনা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। কনেনা সম্পদে আধিক্য প্রায়শঃ মানুষকে সীমালঙ্ঘন করায় ও ভুলিয়ে দেয়। খুব কম মানুষই সম্পদে ব্যাপারে আল্লাহর হুক আদায় করে। বপিদাপদ ও খারাপ বিষয়ের মাধ্যমে যমেন পরীক্ষা করা হয় তমেন সম্পদ ও নিয়ামতের মাধ্যমেও পরীক্ষা করা হয়— এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন: “আমি তোমাদেরকে ভালো ও মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি। আর আমাদে কাছই তোমরা ফিরে যাবে।”[সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৩৫] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের দারদির্ঘরে ভয় করি না, কিন্তু ভয় করি তোমাদের সামনে দুনিয়া প্রশস্ত হয়ে যাওয়ার; যতোবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের সামনেও দুনিয়া প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল। এরপর তোমরা দুনিয়ার পছনে প্রতিযোগিতা করবে যতোবে তারা প্রতিযোগিতা করছিল। তাদেরকে দুনিয়া যমেন ধ্বংস করে দিয়েছিল, তোমাদেরকেও সতোবে ধ্বংস করে দবি।”[বুখারী (৪০১৫) ও মুসলমি (২৯৬১)]

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “অবশ্যই দুনিয়াটা চাকচক্যময় সুমষ্টি। আল্লাহ তায়ালা সখনো তোমাদেরকে উত্তরসূরী নযিক্ত করছেন। তিনি দখেতে চান যে, তোমরা কীভাবে আমল করো। সুতরাং তোমরা দুনিয়াকে ভয় কর এবং নারীদেরকে ভয় কর। কনেনা বনী ইসরাঈলের প্রথম ফতিনা ছিল নারীকন্দ্রকি।”[মুসলমি (২৭৪২)]



কিন্তু আল্লাহ যাকে তৌফিক দিচ্ছেন যিনি তার সম্পদ হালালভাবে উপার্জন করে যথাস্থানে ব্যয় করছেন এবং কল্যাণ ও নকীর কাজে ব্যয়ের সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন; তার ক্ষেত্রে সম্পদ নয়। সেই ব্যক্তি মানুষের ঈর্ষার উপযুক্ততা অর্জন করছে। যমেনটিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, “নকেকার ব্যক্তির জন্য নকে সম্পদ কতই না উত্তম!” [মুসনাদে আহমদ (১৭০৯৬); শাইখ আলবানী তার ‘সহীহুল আদাবলি মুফরাদ’ বইয়ে (২৯৯) এ হাদিসটাকে সহীহ বলছেন] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলছেন: “দুই প্রকারের লোক ছাড়া কারো সাথে হিংসা পোষণ করা যায় না। এক প্রকারের লোক হল: যাকে আল্লাহ অর্থ-সম্পদ দিচ্ছেন এবং হক পথে তা ব্যয় করার তাওফীক তাকে দিচ্ছেন। আর অন্য ব্যক্তি হল যাকে আল্লাহ তায়ালা হকিমাহ বা সঠিকি জ্ঞান দান করছেন। সে তা অনুযায়ী কাজ করে এবং তা অন্যদের শিক্ষা দেয়।” [বুখারী (৭৩) ও মুসলিম (৮১৬)]

দুই:

অর্থ-সম্পদ কল্যাণের পথে ব্যয়ের অনেকে রাস্তা আছে। তন্মধ্যে হলো: মসজিদ নির্মাণ, দান-সদাকা, এতীমের দায়িত্ব গ্রহণ, অসুস্থ ও অসহায় ব্যক্তিদের সাহায্য করা, পরিবার-সন্তান-আত্মীয়দের মনে আনন্দ প্রবশে করানো, বারবার হজ্জ-উমরা করা, কুরআন হফিয ও ইলম শেখানোর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, দুস্থদের ধার দেওয়া, ঋণগ্রস্তদের অবকাশ প্রদান, সাধারণ কল্যাণজনক প্রকল্পে ব্যয় করা যার দ্বারা গোটো উম্মতের উপকার হয়; যমেন: ভিনারী স্যাটলোইট চ্যানেলে কথিবা সফল ও উপকারী ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা। এগুলো ছাড়াও কল্যাণের আরো বহু রাস্তা আছে; যগুলোর সংখ্যা আল্লাহই জানেন। ব্যয়কারীর জন্য জানা জরুরী যে তার প্রকৃত সম্পদ সটোই যটো সে আল্লাহর জন্য পশে করছে। কারণ মৃত্যুর পর সে এর প্রশংসনীয় ফল পাবে। আর যে সম্পদ সে জমিয়ে রেখেছে প্রকৃতপক্ষে সটো তার সম্পদ নয়; বরঞ্চ তার ওয়ারশিদের। এই ভাবটি ইমাম বুখারী কর্তৃক সংকলিত (৬৪৪২) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে ফুটে উঠছে। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির কাছে নিজের সম্পদের চেয়ে তার উত্তরাধিকারীর সম্পদ অধিক প্রিয়?” তারা সবাই জবাব দলি, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কটে নই যার কাছে নিজের সম্পদ সর্বাধিক প্রিয় নয়।’ তখন তিনি বললেন: “নিশ্চয় মানুষের নিজের সম্পদ তা-ই যা সে (সৎ কাজে ব্যয়ের মাধ্যমে) আগে পাঠিয়েছে। আর যা সে পছিনে রেখে যাবে তা তার উত্তরাধিকারীর সম্পদ।”

তনি:

সম্পদ কীভাবে কাজে লাগাবেন ও বৃদ্ধি করবেন সটো জানতে সম্পদের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হবেন। তবে আমরা এক্ষেত্রে কিছু মূলনীতি দিতে পারব। যথা:

১- বনিয়োগে শুরু করার আগে সটোর শরয়ি বৈধতা কথিবা বনিয়োগের পদ্ধতির ব্যাপারে জিজ্ঞাসে করা ও খোঁজ-খবর নেওয়া।

২- সুদী ব্যাংকে অর্থসম্পদ রাখা থেকে বঁচে থাকা। যারা এটি বৈধতা হওয়ার পক্ষে ফতোয়া দিয়ে তাদের দ্বারা প্ররোচনা না



হওয়া। কারণ সুদ আল্লাহর ক্রোধে অনবির্ষ হওয়ার কারণ। সুদখোর ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলরে বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত।

৩- সন্দেহপূর্ণ বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকা।

৪- ব্যক্তির আপন সত্ত্বা, তার পরিবার-পরজিন ও বংশধরদের উপর হারাম সম্পদে ভয়াবহ প্রভাব জানা।

৫- ক্রমধারা অবলম্বন করা ও অল্পে তুষ্ট থাকা। ধীরসুস্থে যাচাই-বাছাই না করে দ্রুত লাভ এনে দিয়ে এমন কিছুতে প্রলুব্ধ না হওয়া।

৬- যবে ব্যক্তির হাতে এই নিয়ামত তুলে দায়ো নিরাপদ নয় তার হাতে সমর্পণে মাধ্যমে নিয়ামতটি নিষ্টি করা থেকে সতর্ক থাকা।

৭- সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও স্বচ্ছতার উপর গুরুত্বারোপ করা এবং ধোকাবাজি ও অস্বচ্ছতা থেকে দূরে থাকা। কারণ এটা বরকতের কারণ এবং লাভ ও নকী অর্জনে মাধ্যম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তো-বিক্রিতোর ব্যাপারে বলেন: “যদি কর্তো-বিক্রিতো সত্য বলে এবং ভালোমন্দ প্রকাশ করে দায়ে তাহলে তাদরে লনেদনে বরকতময় হবে। আর যদি উভয়ে মথিয়া বলে এবং দোষত্রুটি গোপন করে তাহলে এ লনেদনে থেকে বরকত উঠিয়ে নেওয়া হবে।” [বুখারী (২০৯৭), মুসলমি (১৫৩২)]

আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যনে আপনার সম্পদে বরকত দনে, আপনাকে সটো বৃদ্ধি তৌফিকি দান করনে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক খাতে ব্যয় করার সুযোগ দান করনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।